

৬ দৈনিক ইনকিলাব

শিক্ষা ও বিজ্ঞান

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের যুগের শিক্ষা ব্যবস্থা ইসলামের ইতিহাসে এক বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। এই ব্যবস্থায় চারটি বিষয়ের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়। যথা—

(১) শিক্ষক (২) পাঠ্যসূচী (৩) ছাত্র ও (৪) শিক্ষাগার।

(১) শিক্ষক: শিক্ষা ব্যবস্থায় সর্বপ্রথম গুরুত্ব দেওয়া হয় শিক্ষকের উপর। ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থার ইতিহাসে সর্বপ্রথম শিক্ষক হলেন স্বয়ং প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম। তিনি এরশাদ করেছেন— “আমি শিক্ষকরূপে প্রেরিত হয়েছি।” (ইবনে মাজাহ)

তিনি শিক্ষকরূপে তাঁর দায়িত্ব পালনের পূর্বক্ষেণে মক্কাবাসীকে একত্রিত করে একটি প্রশ্ন করেন “আমি আপনাদের মধ্যে জীবনের একটা বিরাট অংশ অতিবাহিত করেছি। আপনারা আমাকে কেমন পেয়েছেন?”

মক্কাবাসী উত্তর দিল, “চরিত্র মাধুর্যে আপনার স্থান সর্বোচ্চে, আপনি অধিতীয়, আপনি অঙ্গীকার রক্ষাকারী, আপনি আল-আমীন বা বিশ্বস্ত। আমরা সারা জীবন আপনার নিকট থেকে সত্যবাদীতাই পেয়েছি এর ব্যতিক্রম কিছু কোন দিনই পাইনি।”

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের মহান পুত্র-পবিত্র চরিত্র সম্পর্কে

(২) পাঠ্যসূচী:

অতীতে শিক্ষার উদ্দেশ্য ছিল মানুষকে সঠিক মানুষরূপে তৈরী করা। পাঠ্যসূচী এই উদ্দেশ্যেই প্রস্তুত করা হয়েছে।

যেমন (১) পবিত্র কোরআনের তেলাওয়াত (২) পবিত্র কোরআনের মহান শিক্ষার তালীম (৩) হেকমতের শিক্ষা (৪) আত্মসংশোধন। এই পর্যায়ে

সর্বপ্রথম কর্মসূচী ছিল প্রত্যেক মুসলিম নর-নারীর পবিত্র কোরআন পাঠ করার তালীম। যেন প্রত্যেক মুসলমান তার বয়স যাই হোক, শুদ্ধ করে পবিত্র কোরআন পাঠ করতে পারে। সেই যুগে এটি ছিল একটি আন্দোলন। পবিত্র কোরআন পাঠ করাই ছিল তখন মর্যাদা লাভের মানদণ্ড। আরবদের মধ্যে কাব্যচর্চা, কবিতা আবৃত্তি ছিল গুণী-জ্ঞানী হওয়ার এবং অভিজাত্যের লক্ষণ। কিন্তু

অল্প কয়েক বছরের মধ্যেই এতে এক বিস্ময়কর পরিবর্তন ঘটে। কাব্যচর্চার স্থলে পবিত্র কোরআন তেলাওয়াত স্থান পেল। দ্বিতীয় খলিফা হযরত ওমর (রাঃ) একবার তাঁর আমলে মুসলিম জাহানের কবিদেরকে চিঠি লিখলেন: ইসলাম গ্রহণ করার পর সর্বশেষ যে কবিতাটি রচনা করেছেন তা প্রেরণ করুন। সে সময়ের বিখ্যাত কবি জরীর পবিত্র কোরআনের সুরায়ে বাকারার সূর্যমুখী আয়াতসমূহ লিখে পাঠিয়ে দিলেন। তাঁর সঙ্গে একটি চিঠিতে তিনি হযরত ওমর (রাঃ)-কে

কর্মসূচী হলো হেকমতের শিক্ষা। এই পর্যায়ে ইমাম মালেক (রাঃ)-এর কথা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তিনি বলেছেন, হেকমতের ব্যাখ্যা হলো আল্লাহর দ্বীনের পরিচিতি লাভ করা, ব্যবহারিক জীবনে তার প্রয়োগ সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করা এবং জীবনের প্রতি ক্ষেত্রে সেই শিক্ষাকে মেনে চলা।

ইমাম শাকীর (রাঃ) মতে, হেকমত হলো প্রিয়নবী হযরত রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম-এর সুমত বা মহান আদর্শের অনুসরণ। ইমাম রাজী (রাঃ) হেকমতের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করে বলেছেন, কোরআনের বিধি-নিষেধ শরীয়তের সুদৃশ্য তত্ত্ব এবং মানবতার কল্যাণের জন্য যা কিছু প্রয়োজনীয় তা শিক্ষা দেয়া।

পূর্বোল্লিখিত মনীষীদের কথায় একথা প্রমাণিত হলো যে, এই কর্মসূচীতে কোরআন ও হাদীসসহ মানুষের কল্যাণের জন্য তথা দুনিয়া আখেরাত উভয় জাহানের সাফল্যের জন্য যে সব বিষয় উপকারী তার শিক্ষার ব্যবস্থা করা।

অতএব এই পর্যায়ে পবিত্র কোরআনের মহান শিক্ষা, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের হাদীসসমূহ, রাষ্ট্র পরিচালনা, বিচার ব্যবস্থা, পরস্পরের সম্পর্ক, রাজনীতি, সমাজনীতি, অর্থনীতি, তাহজীল তামদুন, চরিত্র গঠন, যে বৈজ্ঞানিক শিক্ষা মানবতার কল্যাণের জন্য উপকারী তার সবই হেকমতের ব্যাখ্যার অন্তর্ভুক্ত।

তার আমলের মাধ্যমে কোরআনের শিক্ষার বাস্তবায়ন হতে হবে। যখন শিক্ষক ও শিক্ষার্থী উভয়ে পবিত্র কোরআনের মহান শিক্ষার বাস্তবায়নে আত্মনিয়োগ করবে তথা তাদের চালচলন, কথাবার্তা, আচার-ব্যবহারে পবিত্র কোরআনের মহান শিক্ষার বহিঃপ্রকাশ ঘটবে তখনই শিক্ষার স্বার্থকতা প্রমাণিত হবে।

শিক্ষাগার: প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের যুগে মসজিদসমূহে শিক্ষাগারে পরিণত হয় এবং মদীনায়ে তৈয়েবার মসজিদে নববী ইতিহাসের সর্বপ্রথম শিক্ষাগার ছিল। এর অনুসরণে সমগ্র মুসলিম জাহানের মসজিদসমূহ শিক্ষাগারে পরিণত হয়। তদানীন্তনকালে কোরআন ও সুন্নতের এলম অর্জন করা অভিজাত্যের তথা মর্যাদা লাভের কারণ হতো। মানবতার মান উন্নয়নে, সভ্যতার বিকাশ ও উন্মেষ সাধনে সাহায্যে কোরাম (রাঃ) যে ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করেছেন তার শিক্ষা পেয়েছিলেন তাঁরা এই মসজিদসমূহে। পবিত্র কোরআনে এই মসজিদ সম্পর্কেই এরশাদ হয়েছে:

অর্থাৎ সে মসজিদ যার বুনয়াদ রাখা হয়েছে তাকওয়া পরহেজগারীর উপর। মূলতঃ ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থার মূল কথাই হলো তাকওয়া পরহেজগারী অবলম্বন করা। মানবতার কল্যাণ সাধন করা। দুঃখী মানুষের দুঃখ নিরসন করা।

মানুষের নৈতিক, আধ্যাত্মিক এবং জাগতিক উন্নতি সাধন করা তথা মানুষকে সঠিক মানুষ রূপে গড়ে তোলা। এর জন্য প্রিয়নবী হযরত রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের মহান আদর্শের অনুসরণ করা।

অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় এই যে, বর্তমান

রাসূলে করীম (সাঃ)-এর যুগের শিক্ষাব্যবস্থা

—মাওলানা মোঃ আমিনুল ইসলাম

স্বয়ং আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেন, “হে রাসূল! নিশ্চয়ই আপনি মহান চরিত্র মাধুর্যের অধিকারী। আর প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তাঁর প্রেরণের উদ্দেশ্য সম্পর্কে এরশাদ করেছেন—

“চরিত্র মাধুর্যের পরিপূর্ণতার জন্যই আমি প্রেরিত হয়েছি।” বস্তুত প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম যেভাবে শিক্ষকতার এ মহান ও পবিত্র দায়িত্ব পালন করেছেন তা সমগ্র বিশ্ববাসীর জন্য চিরস্মরণীয় হয়ে রয়েছে। আর যে আন্তরিকতা, প্রেরণা, কঠোর পরিশ্রম, প্রীতি-ভালবাসা এবং সহানুভূতির সঙ্গে তিনি এই শিক্ষকতার দায়িত্ব পালন করেছেন। তার সম্পর্কে আল্লাহ পাক পবিত্র কোরআনে এরশাদ করেছেন—

“যদি এই লোক সকল পবিত্র কোরআনের প্রতি ঈমান না আনে তবে মনে হয় আপনি তাদের জন্য দুঃখে নিজেই ধ্বংস করে দিবেন।” বস্তুত কোন শিক্ষক যতক্ষণ পর্যন্ত তার উদ্দেশ্য এবং মিশনের সঙ্গে সম্পূর্ণভাবে নিজেকে ব্যাপৃত না করবে, যতক্ষণ শিক্ষার্থীর সর্বাঙ্গীন উন্নতি ও মঙ্গলের জন্য নিজেই সম্পূর্ণভাবে সমর্পণ না করে দেবে সে পর্যন্ত এই পর্যায়ে আশানুরূপ সাফল্য অর্জিত হবে না। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের মহান আদর্শ এই জন্যই সমগ্র মানবজাতির জন্য অনুসরণীয় এবং অনুকরণীয় বলে আল্লাহ পাক পবিত্র কোরআনে ঘোষণা

জানালেন যে, যখন থেকে পবিত্র কোরআন পেয়েছি তখন থেকে কাব্যচর্চা ছেড়ে দিয়েছি।

যাহোক, কয়েক বছরের মধ্যে মুসলমানদের জীবনে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের মহান শিক্ষার এই ফলশ্রুতি দেখা দিল যে, সকলেই পবিত্র কোরআন শুদ্ধ করে পাঠ করতে পারে। শুধু তাই নয়, সকলেই পবিত্র কোরআন পাঠ করতে থাকে।

আমাদের দেশেও পবিত্র কোরআন পাঠের এই পাঠ্যসূচী (মুসলমানদের জন্য) গ্রহণ করা যেতে পারে এবং একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে দেশের প্রতিটি মুসলমানকে পবিত্র কোরআন পাঠের প্রশিক্ষণ দেয়া যেতে পারে। এই পর্যায়ে কর্মসূচী হলো এই (১) আমাদের প্রাথমিক শিক্ষায় পবিত্র কোরআন পাঠ করা অবশ্য কর্তব্য তথা বাধ্যতামূলক করা, যাতে প্রতিটি শিশু প্রাথমিক পর্যায়ে শুদ্ধ করে পবিত্র কোরআন পাঠ করতে পারে (২) এই পর্যায়ে আর একটি কাজ হলো পবিত্র কোরআনের মহান শিক্ষার সারাংশকে সহজ বাংলায় রূপান্তরিত করা এবং বিষয় ভিত্তিক ছাত্রদেরকে তা শিক্ষা দেয়া।

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের যুগে শুধু পবিত্র কোরআন পাঠ করার শিক্ষাই দেয়া হতো না, বরং তার হেদায়াতসমূহ, বিধিনিষেধসমূহ, এক কথায় পবিত্র কোরআনের মর্ম কথাও শিক্ষা দেয়া হতো। পবিত্র কোরআনের

মূলতঃ হেকমত হলো দ্বীন ইসলামের প্রাণ। অতএব, আমাদের দেশে আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থায় যদি হেকমতের পাঠ্যসূচী গ্রহণ করা হয়, তবে এর ফলশ্রুতিরূপ আমাদের ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, বৈজ্ঞানিক, বিচারক, প্রশাসক, জনগণের সেবক— এক কথায়, সকলেই কোরআন ও হাদীস সম্পর্কে আর অজ্ঞ থাকবে না বরং এ ব্যাপারে পারদর্শী হবে। তারা পৃথিবীর যে কোন দেশেই গমন করুক, ইসলামের সেবক ও প্রচারক হবে।

এই সেই পাঠ্যসূচী যার অনুসরণের কারণে প্রত্যেক মুসলমান ইসলামের প্রচারক হবেন। দেশ-বিদেশে মুসলমান ব্যবসায়ীরা ব্যবসায়ের জন্য ভ্রমণ করতেন এবং ইসলামের প্রচার ও তবলীগ করতেন।

ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থার চতুর্থ কর্মসূচী হলো আত্মসংশোধন। পবিত্র কোরআনে আল্লাহ পাক এর তাগিদ করেছেন অর্থাৎ মানুষের চরিত্র গঠন, নিয়ত-উদ্দেশ্য সঠিক করা, মনের যাবতীয় রোগ দূরীভূত করা, হিংসা-বিদ্বেষ, পরত্রীকাতরতা, লোভ-লালসা, স্বার্থপরতা, হীনমন্যতা, অহংকার প্রভৃতি দোষসমূহ থেকে নিজেকে মুক্ত করা এসবই হলো আত্মসংশোধনের কর্মসূচী। তার পাশাপাশি সহমর্মিতা, পরোপকার, দয়ামায়া, ত্যাগ-তিতীক্ষা, সত্যবাদিতা, অল্পে সন্তুষ্টি, ধৈর্য-সহনশীলতা প্রভৃতি চারিত্রিক গুণাবলী অর্জন করা— এই আত্মসংশোধনের কর্মসূচীর অন্তর্ভুক্ত। এই কর্মসূচীর মাধ্যমে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের

যুগে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে যে অশান্তি বিরাজমান রয়েছে তার জন্য প্রায়ই সুধী সমাজকে দুঃখ করতে দেখা যায়। কিন্তু এই অশান্তির কারণ কি তা চিন্তা ও গবেষণা করার অবসর এবং মেজাজ কারোর নেই। আমাদের দেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে পান্ডিত্য শিক্ষার যে প্রভাব পড়েছে তা আজ চিন্তাশীল মানুষ মাত্রই হারে হারে উপলব্ধি করতে পারছেন।

এতদ্ব্যতীত সমাজবাদী চিন্তাধারা ছাত্র সমাজকে যেভাবে প্রভাবান্বিত করেছে তাও বর্তমান অশান্তির অন্যতম কারণ। একথা বিনাধিকায় বলা যেতে পারে যে ছাত্র সমাজের সম্মুখে যে মহান উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য থাকা দরকার তা আজ নেই। অতএব লক্ষ্য হারা একটি দলকে যে কান মতবাদের চাকচিক্য আকৃষ্ট করতে পারে। আর তাই হয়েছে বর্তমান অশান্তির কারণ।

প্রিয়নবী হযরত রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের যুগে সর্বপ্রথম মানুষের সামনে তার জীবন সাধনার উদ্দেশ্য ব্যক্ত করা হতো। অতঃপর এই উদ্দেশ্য হাসিল করার পথও নির্দেশ করা হতো। মানব জীবনের উদ্দেশ্য হলো আল্লাহর পক্ষের সন্তুষ্টি লাভ আর এই উদ্দেশ্য সফল করার পন্থা হলো আত্মসংশোধন, তথা নৈতিক মানোন্নয়ন আর এর পন্থা হলো তাকওয়া পরহেজগারী অবলম্বন, যার একমাত্র পূর্বশর্ত প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের পরিপূর্ণ অনুসরণ। যে কথাটি

স্বয়ংযোগ্য তা হলো হযরত ওমর (রাঃ)-এর ন্যায় প্রশাসক, হযরত খালেদ ইবনে ওয়ালীদে ন্যায় সেনাপতি, হযরত আলী (রাঃ)-এর ন্যায় সুবিচারক, হযরত আমর এবনুল আস (রাঃ)-এর ন্যায় সুদক্ষ রাজনীতিবিদ যে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে জ্ঞান অর্জন করেছিলেন সেই মসজিদে নববী, আর যিনি শিক্ষক ছিলেন সেই মহামানব প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম। যে পাঠ্য বই তাঁরা পাঠ করেছেন তাও হলো পবিত্র কোরআন। অথচ বর্তমান পৃথিবীর পাঁচশত কোটি

১. আল-আমীন (রাঃ) ২. আল-ফারীদ (রাঃ) ৩. আল-জাহিদ (রাঃ) ৪. আল-জাহিদ (রাঃ) ৫. আল-জাহিদ (রাঃ) ৬. আল-জাহিদ (রাঃ) ৭. আল-জাহিদ (রাঃ) ৮. আল-জাহিদ (রাঃ) ৯. আল-জাহিদ (রাঃ) ১০. আল-জাহিদ (রাঃ) ১১. আল-জাহিদ (রাঃ) ১২. আল-জাহিদ (রাঃ) ১৩. আল-জাহিদ (রাঃ) ১৪. আল-জাহিদ (রাঃ) ১৫. আল-জাহিদ (রাঃ) ১৬. আল-জাহিদ (রাঃ) ১৭. আল-জাহিদ (রাঃ) ১৮. আল-জাহিদ (রাঃ) ১৯. আল-জাহিদ (রাঃ) ২০. আল-জাহিদ (রাঃ) ২১. আল-জাহিদ (রাঃ) ২২. আল-জাহিদ (রাঃ) ২৩. আল-জাহিদ (রাঃ) ২৪. আল-জাহিদ (রাঃ) ২৫. আল-জাহিদ (রাঃ) ২৬. আল-জাহিদ (রাঃ) ২৭. আল-জাহিদ (রাঃ) ২৮. আল-জাহিদ (রাঃ) ২৯. আল-জাহিদ (রাঃ) ৩০. আল-জাহিদ (রাঃ) ৩১. আল-জাহিদ (রাঃ) ৩২. আল-জাহিদ (রাঃ) ৩৩. আল-জাহিদ (রাঃ) ৩৪. আল-জাহিদ (রাঃ) ৩৫. আল-জাহিদ (রাঃ) ৩৬. আল-জাহিদ (রাঃ) ৩৭. আল-জাহিদ (রাঃ) ৩৮. আল-জাহিদ (রাঃ) ৩৯. আল-জাহিদ (রাঃ) ৪০. আল-জাহিদ (রাঃ) ৪১. আল-জাহিদ (রাঃ) ৪২. আল-জাহিদ (রাঃ) ৪৩. আল-জাহিদ (রাঃ) ৪৪. আল-জাহিদ (রাঃ) ৪৫. আল-জাহিদ (রাঃ) ৪৬. আল-জাহিদ (রাঃ) ৪৭. আল-জাহিদ (রাঃ) ৪৮. আল-জাহিদ (রাঃ) ৪৯. আল-জাহিদ (রাঃ) ৫০. আল-জাহিদ (রাঃ) ৫১. আল-জাহিদ (রাঃ) ৫২. আল-জাহিদ (রাঃ) ৫৩. আল-জাহিদ (রাঃ) ৫৪. আল-জাহিদ (রাঃ) ৫৫. আল-জাহিদ (রাঃ) ৫৬. আল-জাহিদ (রাঃ) ৫৭. আল-জাহিদ (রাঃ) ৫৮. আল-জাহিদ (রাঃ) ৫৯. আল-জাহিদ (রাঃ) ৬০. আল-জাহিদ (রাঃ) ৬১. আল-জাহিদ (রাঃ) ৬২. আল-জাহিদ (রাঃ) ৬৩. আল-জাহিদ (রাঃ) ৬৪. আল-জাহিদ (রাঃ) ৬৫. আল-জাহিদ (রাঃ) ৬৬. আল-জাহিদ (রাঃ) ৬৭. আল-জাহিদ (রাঃ) ৬৮. আল-জাহিদ (রাঃ) ৬৯. আল-জাহিদ (রাঃ) ৭০. আল-জাহিদ (রাঃ) ৭১. আল-জাহিদ (রাঃ) ৭২. আল-জাহিদ (রাঃ) ৭৩. আল-জাহিদ (রাঃ) ৭৪. আল-জাহিদ (রাঃ) ৭৫. আল-জাহিদ (রাঃ) ৭৬. আল-জাহিদ (রাঃ) ৭৭. আল-জাহিদ (রাঃ) ৭৮. আল-জাহিদ (রাঃ) ৭৯. আল-জাহিদ (রাঃ) ৮০. আল-জাহিদ (রাঃ) ৮১. আল-জাহিদ (রাঃ) ৮২. আল-জাহিদ (রাঃ) ৮৩. আল-জাহিদ (রাঃ) ৮৪. আল-জাহিদ (রাঃ) ৮৫. আল-জাহিদ (রাঃ) ৮৬. আল-জাহিদ (রাঃ) ৮৭. আল-জাহিদ (রাঃ) ৮৮. আল-জাহিদ (রাঃ) ৮৯. আল-জাহিদ (রাঃ) ৯০. আল-জাহিদ (রাঃ) ৯১. আল-জাহিদ (রাঃ) ৯২. আল-জাহিদ (রাঃ) ৯৩. আল-জাহিদ (রাঃ) ৯৪. আল-জাহিদ (রাঃ) ৯৫. আল-জাহিদ (রাঃ) ৯৬. আল-জাহিদ (রাঃ) ৯৭. আল-জাহিদ (রাঃ) ৯৮. আল-জাহিদ (রাঃ) ৯৯. আল-জাহিদ (রাঃ) ১০০. আল-জাহিদ (রাঃ) ১০১. আল-জাহিদ (রাঃ) ১০২. আল-জাহিদ (রাঃ) ১০৩. আল-জাহিদ (রাঃ) ১০৪. আল-জাহিদ (রাঃ) ১০৫. আল-জাহিদ (রাঃ) ১০৬. আল-জাহিদ (রাঃ) ১০৭. আল-জাহিদ (রাঃ) ১০৮. আল-জাহিদ (রাঃ) ১০৯. আল-জাহিদ (রাঃ) ১১০. আল-জাহিদ (রাঃ) ১১১. আল-জাহিদ (রাঃ) ১১২. আল-জাহিদ (রাঃ) ১১৩. আল-জাহিদ (রাঃ) ১১৪. আল-জাহিদ (রাঃ) ১১৫. আল-জাহিদ (রাঃ) ১১৬. আল-জাহিদ (রাঃ) ১১৭. আল-জাহিদ (রাঃ) ১১৮. আল-জাহিদ (রাঃ) ১১৯. আল-জাহিদ (রাঃ) ১২০. আল-জাহিদ (রাঃ) ১২১. আল-জাহিদ (রাঃ) ১২২. আল-জাহিদ (রাঃ) ১২৩. আল-জাহিদ (রাঃ) ১২৪. আল-জাহিদ (রাঃ) ১২৫. আল-জাহিদ (রাঃ) ১২৬. আল-জাহিদ (রাঃ) ১২৭. আল-জাহিদ (রাঃ) ১২৮. আল-জাহিদ (রাঃ) ১২৯. আল-জাহিদ (রাঃ) ১৩০. আল-জাহিদ (রাঃ) ১৩১. আল-জাহিদ (রাঃ) ১৩২. আল-জাহিদ (রাঃ) ১৩৩. আল-জাহিদ (রাঃ) ১৩৪. আল-জাহিদ (রাঃ) ১৩৫. আল-জাহিদ (রাঃ) ১৩৬. আল-জাহিদ (রাঃ) ১৩৭. আল-জাহিদ (রাঃ) ১৩৮. আল-জাহিদ (রাঃ) ১৩৯. আল-জাহিদ (রাঃ) ১৪০. আল-জাহিদ (রাঃ) ১৪১. আল-জাহিদ (রাঃ) ১৪২. আল-জাহিদ (রাঃ) ১৪৩. আল-জাহিদ (রাঃ) ১৪৪. আল-জাহিদ (রাঃ) ১৪৫. আল-জাহিদ (রাঃ) ১৪৬. আল-জাহিদ (রাঃ) ১৪৭. আল-জাহিদ (রাঃ) ১৪৮. আল-জাহিদ (রাঃ) ১৪৯. আল-জাহিদ (রাঃ) ১৫০. আল-জাহিদ (রাঃ) ১৫১. আল-জাহিদ (রাঃ) ১৫২. আল-জাহিদ (রাঃ) ১৫৩. আল-জাহিদ (রাঃ) ১৫৪. আল-জাহিদ (রাঃ) ১৫৫. আল-জাহিদ (রাঃ) ১৫৬. আল-জাহিদ (রাঃ) ১৫৭. আল-জাহিদ (রাঃ) ১৫৮. আল-জাহিদ (রাঃ) ১৫৯. আল-জাহিদ (রাঃ) ১৬০. আল-জাহিদ (রাঃ) ১৬১. আল-জাহিদ (রাঃ) ১৬২. আল-জাহিদ (রাঃ) ১৬৩. আল-জাহিদ (রাঃ) ১৬৪. আল-জাহিদ (রাঃ) ১৬৫. আল-জাহিদ (রাঃ) ১৬৬. আল-জাহিদ (রাঃ) ১৬৭. আল-জাহিদ (রাঃ) ১৬৮. আল-জাহিদ (রাঃ) ১৬৯. আল-জাহিদ (রাঃ) ১৭০. আল-জাহিদ (রাঃ) ১৭১. আল-জাহিদ (রাঃ) ১৭২. আল-জাহিদ (রাঃ) ১৭৩. আল-জাহিদ (রাঃ) ১৭৪. আল-জাহিদ (রাঃ) ১৭৫. আল-জাহিদ (রাঃ) ১৭৬. আল-জাহিদ (রাঃ) ১৭৭. আল-জাহিদ (রাঃ) ১৭৮. আল-জাহিদ (রাঃ) ১৭৯. আল-জাহিদ (রাঃ) ১৮০. আল-জাহিদ (রাঃ) ১৮১. আল-জাহিদ (রাঃ) ১৮২. আল-জাহিদ (রাঃ) ১৮৩. আল-জাহিদ (রাঃ) ১৮৪. আল-জাহিদ (রাঃ) ১৮৫. আল-জাহিদ (রাঃ) ১৮৬. আল-জাহিদ (রাঃ) ১৮৭. আল-জাহিদ (রাঃ) ১৮৮. আল-জাহিদ (রাঃ) ১৮৯. আল-জাহিদ (রাঃ) ১৯০. আল-জাহিদ (রাঃ) ১৯১. আল-জাহিদ (রাঃ) ১৯২. আল-জাহিদ (রাঃ) ১৯৩. আল-জাহিদ (রাঃ) ১৯৪. আল-জাহিদ (রাঃ) ১৯৫. আল-জাহিদ (রাঃ) ১৯৬. আল-জাহিদ (রাঃ) ১৯৭. আল-জাহিদ (রাঃ) ১৯৮. আল-জাহিদ (রাঃ) ১৯৯. আল-জাহিদ (রাঃ) ২০০. আল-জাহিদ (রাঃ) ২০১. আল-জাহিদ (রাঃ) ২০২. আল-জাহিদ (রাঃ) ২০৩. আল-জাহিদ (রাঃ) ২০৪. আল-জাহিদ (রাঃ) ২০৫. আল-জাহিদ (রাঃ) ২০৬. আল-জাহিদ (রাঃ) ২০৭. আল-জাহিদ (রাঃ) ২০৮. আল-জাহিদ (রাঃ) ২০৯. আল-জাহিদ (রাঃ) ২১০. আল-জাহিদ (রাঃ) ২১১. আল-জাহিদ (রাঃ) ২১২. আল-জাহিদ (রাঃ) ২১৩. আল-জাহিদ (রাঃ) ২১৪. আল-জাহিদ (রাঃ) ২১৫. আল-জাহিদ (রাঃ) ২১৬. আল-জাহিদ (রাঃ) ২১৭. আল-জাহিদ (রাঃ) ২১৮. আল-জাহিদ (রাঃ) ২১৯. আল-জাহিদ (রাঃ) ২২০. আল-জাহিদ (রাঃ) ২২১. আল-জাহিদ (রাঃ) ২২২. আল-জাহিদ (রাঃ) ২২৩. আল-জাহিদ (রাঃ) ২২৪. আল-জাহিদ (রাঃ) ২২৫. আল-জাহিদ (রাঃ) ২২৬. আল-জাহিদ (রাঃ) ২২৭. আল-জাহিদ (রাঃ) ২২৮. আল-জাহিদ (রাঃ) ২২৯. আল-জাহিদ (রাঃ) ২৩০. আল-জাহিদ (রাঃ) ২৩১. আল-জাহিদ (রাঃ) ২৩২. আল-জাহিদ (রাঃ) ২৩৩. আল-জাহিদ (রাঃ) ২৩৪. আল-জাহিদ (রাঃ) ২৩৫. আল-জাহিদ (রাঃ) ২৩৬. আল-জাহিদ (রাঃ) ২৩৭. আল-জাহিদ (রাঃ) ২৩৮. আল-জাহিদ (রাঃ) ২৩৯. আল-জাহিদ (রাঃ) ২৪০. আল-জাহিদ (রাঃ) ২৪১. আল-জাহিদ (রাঃ) ২৪২. আল-জাহিদ (রাঃ) ২৪৩. আল-জাহিদ (রাঃ) ২৪৪. আল-জাহিদ (রাঃ) ২৪৫. আল-জাহিদ (রাঃ) ২৪৬. আল-জাহিদ (রাঃ) ২৪৭. আল-জাহিদ (রাঃ) ২৪৮. আল-জাহিদ (রাঃ) ২৪৯. আল-জাহিদ (রাঃ) ২৫০. আল-জাহিদ (রাঃ) ২৫১. আল-জাহিদ (রাঃ) ২৫২. আল-জাহিদ (রাঃ) ২৫৩. আল-জাহিদ (রাঃ) ২৫৪. আল-জাহিদ (রাঃ) ২৫৫. আল-জাহিদ (রাঃ) ২৫৬. আল-জাহিদ (রাঃ) ২৫৭. আল-জাহিদ (রাঃ) ২৫৮. আল-জাহিদ (রাঃ) ২৫৯. আল-জাহিদ (রাঃ) ২৬০. আল-জাহিদ (রাঃ) ২৬১. আল-জাহিদ (রাঃ) ২৬২. আল-জাহিদ (রাঃ) ২৬৩. আল-জাহিদ (রাঃ) ২৬৪. আল-জাহিদ (রাঃ) ২৬৫. আল-জাহিদ (রাঃ) ২৬৬. আল-জাহিদ (রাঃ) ২৬৭. আল-জাহিদ (রাঃ) ২৬৮. আল-জাহিদ (রাঃ) ২৬৯. আল-জাহিদ (রাঃ) ২৭০. আল-জাহিদ (রাঃ) ২৭১. আল-জাহিদ (রাঃ) ২৭২. আল-জাহিদ (রাঃ) ২৭৩. আল-জাহিদ (রাঃ) ২৭৪. আল-জাহিদ (রাঃ) ২৭৫. আল-জাহিদ (রাঃ) ২৭৬. আল-জাহিদ (রাঃ) ২৭৭. আল-জাহিদ (রাঃ) ২৭৮. আল-জাহিদ (রাঃ) ২৭৯. আল-জাহিদ (রাঃ) ২৮০. আল-জাহিদ (রাঃ) ২৮১. আল-জাহিদ (রাঃ) ২৮২. আল-জাহিদ (রাঃ) ২৮৩. আল-জাহিদ (রাঃ) ২৮৪. আল-জাহিদ (রাঃ) ২৮৫. আল-জাহিদ (রাঃ) ২৮৬. আল-জাহিদ (রাঃ) ২৮৭. আল-জাহিদ (রাঃ) ২৮৮. আল-জাহিদ (রাঃ) ২৮৯. আল-জাহিদ (রাঃ) ২৯০. আল-জাহিদ (রাঃ) ২৯১. আল-জাহিদ (রাঃ) ২৯২. আল-জাহিদ (রাঃ) ২৯৩. আল-জাহিদ (রাঃ) ২৯৪. আল-জাহিদ (রাঃ) ২৯৫. আল-জাহিদ (রাঃ) ২৯৬. আল-জাহিদ (রাঃ) ২৯৭. আল-জাহিদ (রাঃ) ২৯৮. আল-জাহিদ (রাঃ) ২৯৯. আল-জাহিদ (রাঃ) ৩০০. আল-জাহিদ (রাঃ) ৩০১. আল-জাহিদ (রাঃ) ৩০২. আল-জাহিদ (রাঃ) ৩০৩. আল-জাহিদ (রাঃ) ৩০৪. আল-জাহিদ (রাঃ) ৩০৫. আল-জাহিদ (রাঃ) ৩০৬. আল-জাহিদ (রাঃ) ৩০৭. আল-জাহিদ (রাঃ) ৩০৮. আল-জাহিদ (রাঃ) ৩০৯. আল-জাহিদ (রাঃ) ৩১০. আল-জাহিদ (রাঃ) ৩১১. আল-জাহিদ (রাঃ) ৩১২. আল-জাহিদ (রাঃ) ৩১৩. আল-জাহিদ (রাঃ) ৩১৪. আল-জাহিদ (রাঃ) ৩১৫. আল-জাহিদ (রাঃ) ৩১৬. আল-জাহিদ (রাঃ) ৩১৭. আল-জাহিদ (রাঃ) ৩১৮. আল-জাহিদ (রাঃ) ৩১৯. আল-জাহিদ (রাঃ) ৩২০. আল-জাহিদ (রাঃ) ৩২১. আল-জাহিদ (রাঃ) ৩২২. আল-জাহিদ (রাঃ) ৩২৩. আল-জাহিদ (রাঃ) ৩২৪. আল-জাহিদ (রাঃ) ৩২৫. আল-জাহিদ (রাঃ) ৩২৬. আল-জাহিদ (রাঃ) ৩২৭. আল-জাহিদ (রাঃ) ৩২৮. আল-জাহিদ (রাঃ) ৩২৯. আল-জাহিদ (রাঃ) ৩৩০. আল-জাহিদ (রাঃ) ৩৩১. আল-জাহিদ (রাঃ) ৩৩২. আল-জাহিদ (রাঃ) ৩৩৩. আল-জাহিদ (রাঃ) ৩৩৪. আল-জাহিদ (রাঃ) ৩৩৫. আল-জাহিদ (রাঃ) ৩৩৬. আল-জাহিদ (রাঃ) ৩৩৭. আল-জাহিদ (রাঃ) ৩৩৮. আল-জাহিদ (রাঃ) ৩৩৯. আল-জাহিদ (রাঃ) ৩৪০. আল-জাহিদ (রাঃ) ৩৪১. আল-জাহিদ (রাঃ) ৩৪২. আল-জাহিদ (রাঃ) ৩৪৩. আল-জাহিদ (রাঃ) ৩৪৪. আল-জাহিদ (রাঃ) ৩৪৫. আল-জাহিদ (রাঃ) ৩৪৬. আল-জাহিদ (রাঃ) ৩৪৭. আল-জাহিদ (রাঃ) ৩৪৮. আল-জাহিদ (রাঃ) ৩৪৯. আল-জাহিদ (রাঃ) ৩৫০. আল-জাহিদ (রাঃ) ৩৫১. আল-জাহিদ (রাঃ) ৩৫২. আল-জাহিদ (রাঃ) ৩৫৩. আল-জাহিদ (রাঃ) ৩৫৪. আল-জাহিদ (রাঃ) ৩৫৫. আল-জাহিদ (রাঃ) ৩৫৬. আল-জাহিদ (রাঃ) ৩৫৭. আল-জাহিদ (রাঃ) ৩৫৮. আল-জাহিদ (রাঃ) ৩৫৯. আল-জাহিদ (রাঃ) ৩৬০. আল-জাহিদ (রাঃ) ৩৬১. আল-জাহিদ (রাঃ) ৩৬২. আল-জাহিদ (রাঃ) ৩৬৩. আল-জাহিদ (রাঃ) ৩৬৪. আল-জাহিদ (রাঃ) ৩৬৫. আল-জাহিদ (রাঃ) ৩৬৬. আল-জাহিদ (রাঃ) ৩৬৭. আল-জাহিদ (রাঃ) ৩৬৮. আল-জাহিদ (রাঃ) ৩৬৯. আল-জাহিদ (রাঃ) ৩৭০. আল-জাহিদ (রাঃ) ৩৭১. আল-জাহিদ (রাঃ) ৩৭২. আল-জাহিদ (রাঃ) ৩৭৩. আল-জাহিদ (রাঃ) ৩৭৪. আল-জাহিদ (রাঃ) ৩৭৫. আল-জাহিদ (রাঃ) ৩৭৬. আল-জাহিদ (রাঃ) ৩৭৭. আল-জাহিদ (রাঃ) ৩৭৮. আল-জাহিদ (রাঃ) ৩৭৯. আল-জাহিদ (রাঃ) ৩৮০. আল-জাহিদ (রাঃ) ৩৮১. আল-জাহিদ (রাঃ) ৩৮২. আল-জাহিদ (রাঃ) ৩৮৩. আল-জাহিদ (রাঃ) ৩৮৪. আল-জাহিদ (রাঃ) ৩৮৫. আল-জাহিদ (রাঃ) ৩৮৬. আল-জাহিদ (রাঃ) ৩৮৭. আল-জাহিদ (রাঃ) ৩৮৮. আল-জাহিদ (রাঃ) ৩৮৯. আল-জাহিদ (রাঃ) ৩৯০. আল-জাহিদ (রাঃ) ৩৯১. আল-জাহিদ (রাঃ) ৩৯২. আল-জাহিদ (রাঃ) ৩৯৩. আল-জাহিদ (রাঃ) ৩৯৪. আল-জাহিদ (রাঃ) ৩৯৫. আল-জাহিদ (রাঃ) ৩৯৬. আল-জাহিদ (রাঃ) ৩৯৭. আল-জাহিদ (রাঃ) ৩৯৮. আল-জাহিদ (রাঃ) ৩৯৯. আল-জাহিদ (রাঃ) ৪০০. আল-জাহিদ (রাঃ) ৪০১. আল-জাহিদ (রাঃ) ৪০২. আল-জাহিদ (রাঃ) ৪০৩. আল-জাহিদ (রাঃ) ৪০৪. আল-জাহিদ (রাঃ) ৪০৫. আল-জাহিদ